

প্রয়াণ দিবসে সোমেন মিত্রকে শ্রদ্ধা নিবেদন বিধান ভবনে



কলকাতা, ৩০ জুলাইঃপ্রাক্তন প্রদেশে কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের বুধবার প্রয়াণ দিবশ। এদিন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিধান ভবনে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের আয়োজন করা হয়। বিধান ভবনে প্রয়াত নেতার প্রতি এক স্মরণসভায় যোগ দেন রাজ্যন্তরের নেতৃবৃন্দ। প্রাক্তন সাংসদ ও রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা দেবনাথ সহ একাধিকজন উপস্থিত ছিলেন। স্মৃতিচারণ করা হয় শ্রী মিত্রেরাবর্তমান সভাপতি শুভঙ্কর সরকার প্রতিকৃতিতে মালা দান করেছেন। সেই সঙ্গে দলের কবী ও সমর্থকরা শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন এদিনের স্মরণ অনুষ্ঠানো। উল্লেখ্য, সোমেন মিত্রকে শ্রদ্ধা জানাতে বেশ ভিা জমেছিল এদিন। দীর্ঘদিনের সোমেন সঙ্গী তথা একসা ঘনিষ্ঠ ও তাঁর আশু সহায়ক বাদল ভট্টাচার্য এদিন বক্তব্য রাখতেগিয়েজানান, প্রকৃত অর্থে জননেতা ছিলেন সোমেন মিত্র।

রাশিয়ায় ভূমিকম্প, জাপানের পরমাণু কেন্দ্রে সতর্কতা



টোকিও, ৩০ জুলাই : রাশিয়ায় বুধবার ৮.৭ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়। তার জেরে তিড়িঘড়ি ফাঁকা করা হল জাপানের ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্র। জাপানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, হোকাইডোর পূর্ব উপকূলে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার (প্রায় ১ ফুট) উচ্চতার প্রথম সুনামির ডেউ নেমুরোতে আঘাত হয়েছে। জাপানে সার্বিকভাবে এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় সতর্ক হয় প্রশাসন। উত্তর পূর্ব জাপানের ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্রে কর্মরতদের বুধবার সকালেই নিরাপদে বাইরে নিয়ে আসা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সুনামি সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। তাই কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি না নিয়ে ফাঁকা করে দেন পরমাণু কেন্দ্র।জানা গেছে, জাপানের ফুকুশিমার দাই-ইচি ও ফুকুশিমা দাইনি নি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মীদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি (টোপেকো) বুধবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিবৃতিতে টোপেকো আরও জানায়, ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ‘অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। কেউ হতাহত হননি। তবে সুনামি সতর্কতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, ২০১১ সালের মার্চে জাপানে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প ও এর জেরে সৃষ্ট সুনামির আঘাতে ফুকুশিমা দাই-ইচি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এটাকে অন্যতম বড় পারমাণবিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা হয়।

বঙ্গোপসাগরে ৬.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প



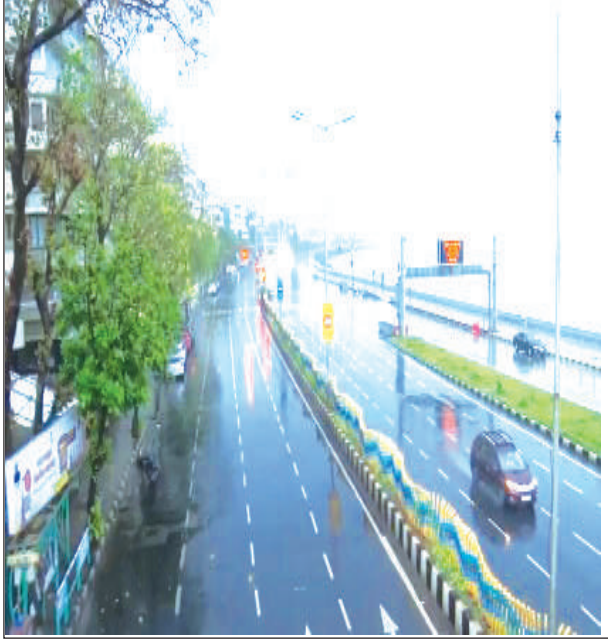
নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বঙ্গোপসাগর। সোমবার রাতে এই কম্পন অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৩। ভারতীয় সময় গত সোমবার রাত ১২.১১ মিনিটে এই কম্পন হয়। মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল। তবে এর জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজি আরও জানিয়েছে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোটলুয়েয়ার থেকে ৫৮৮ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং দিগলিপূর থেকে ৭১৭ কিলোমিটার দক্ষিণে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। প্রসঙ্গত, আন্দামান এবং আশাপাশের দ্বীপপুঞ্জগুলি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। এর ফলে ওই অঞ্চলে ঘন ঘন ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে জানান

ভোটের মুখে বড় ঘোষণা, আশা ও মমতা কর্মীদের সম্মান জানিয়ে ভাতা বাড়ালেন নীতীশ কুমার



পরবর্তী পরিষেবা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে সরকারকে সাহায্য করেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁদের প্রাপ্য ছিল খুবই সামান্য-আশা কর্মীদের মাত্র ১,০০০ টাকা এবং মমতা কর্মীদের প্রতি শিশুর জন্মে ৬০০ টাকা। একদিকে এই অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, অপর দিকে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল এই সম্মানীর অপ্রতুলতা নিয়ে।স্কুড্ডাতে কয়েক বছর ধরেই এই দুই কর্মী সংগঠন একাধিকবার তাঁদের ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিলেন। কখনও স্মারকলিপি, কখনও ধর্না, আবার কখনও রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে নিজেরের দাবি জানান মতারা। এমনকি বহু আশা কর্মী জানিয়েছেন, মাসের শেষে তাঁদের ঘরে অর্থের টান পড়ে যায়, কারণ এই সামান্য সম্মানী দিয়ে সংসার চালানো বা পরিবারে আর্থিক সাহায্য করা প্রায় অসম্ভব। এতদসঙ্গেও তাঁরা দিনের পর দিন নিজেরা অসুস্থ থেকেও গ্রামের গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসায় সাহায্য করেছেন, সরকারি হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন রোগীকে, শিশুদের টিকাকরণে সহায়তা করেছেন। এই অসাধারণ পরিশ্রম ও মানবিক কর্তব্যবোমের স্বীকৃতিস্বরূপ যখন মুখ্যমন্ত্রীর তরফে সম্মানী বাড়ানোর ঘোষণা এল, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে আনন্দ এবং শ্রুতির হাওয়া বইতে শুরু করেছিলোয় জেলার একজন প্রবীণ আশা কর্মী বলেন, অনেকদিন ধরেই এই দাবি করে আসছিলাম। অবশেষে সরকার আমাদের কথা শুনল। আমরা আশা করি, এর ফলে আমাদের কাজের প্রতি মানুষের এবং প্রশাসনের সম্মান আরও বাড়বে।

২ আগস্ট থেকে বিহারে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা



গিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সড়কপথে বহু এলাকায় বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু এলাকা থেকে মানুষজনকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের অপ্রয়োজনে পাহাড়ি এলাকায় বা ওয়ার অনুমোদন করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ড রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে দ্রুত উদ্ধারকাজ ও ত্রাহরণ জন্য। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডে ২ আগস্টের আগেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলবে। রাজ্যের অন্তত ১০টি জেলায় ‘ সতর্কতা’ (Yellow Alert) জারি করা হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে কিছু এলাকায় তা ‘ সতর্কতা’ বা আরও উচ্চতর ‘ সতর্কতা’ -তে রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে সরোগ মানুষকে অপ্রয়োজনে বহিরে যাওয়া থেকে বাঁচানো হচ্ছে, বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য জলপ্রবাহ, ধস ও মাটি সরে যাওয়ার আশঙ্কা আরও বেশি।এদিকে, হিমালয় সংলগ্ন আরও কয়েকটি রাজ্যেও এই আবহাওয়াজনিত ঝুঁকি দেখা দিচ্ছে। হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশের পাহাড়ি ও পশ্চিম অংশেও আগামী কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে বর্তমানে মেঘলা

তাঁদের পাশে না দাঁড়ালে স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নতি সম্ভব নয়।এই সিদ্ধান্তের আর এক দিক হচ্ছে-নারী ক্ষমতায়ন। বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আশা ও মমতা কর্মীদের মধ্যে ৯৫ শতাংশই মহিলা। তারা বহু ক্ষেত্রেই পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য, আবার কোথাও তাঁরা স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সংসারের হাল ধরছেন। তাঁদের আয় বাড়লে তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতাও বাড়বে, যা সমাজে তাঁদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে। অনেক মহিলা কর্মী জানিয়েছেন, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার খরচ, বাড়ির রেশন কিংবা নিজের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন মোটেতে এই বাড়তি সম্মানী বড় উপকারে আসবে। এইভাবে স্বাস্থ্যখাতের একটি সিদ্ধান্ত সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির পথও সুগম করবে।নীতীশ কুমারের এই পদক্ষেপ শুধু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাৎপর্যপূর্ণ নয়, এটি ভবিষ্যতের দিকেও নির্দেশ করছে। আশা ও মমতা কর্মীরা শুধুই স্বাস্থ্য সেবিকা নন, তাঁরা গ্রামীণ সমাজে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধনকারীও বটে। তাঁদের মাধ্যমে সরকারের নানা প্রকল্প সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিশেষত কোভিড পরিস্থিতিতে তাঁদের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-টিকাকরণ, হোম আইসোলেশন পরিদর্শন, রোগী শনাক্তকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। তাই তাঁদের সম্মানী বৃদ্ধি হওয়া একদিকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, অন্যদিকে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য সংকটে তাঁদের ভূমিকা আরও জোরদার করার প্রক্রিয়ার অংশ।পরিষেবে বলা যায়, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বিহার সরকার একাধিক বার্তা দিা। প্রথমত, সরকার জনমানুষের দাবিকে সম্মান জানাতে প্রস্তুত দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যকর্মীদের অবদানকে অস্বীকার নয়, বরং স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসেছে তৃতীয়ত, ভোটের মুখে জনসংযোগে দক্ষ কর্মীদের পাশে দাঁিয়ে সরকার নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান মজবুত করতে চায়। কিন্তু এই ঘোষণার বাস্তবায়ন করা দ্রুত ও কার্যকরভাবে হয়, তা আগামী দিনেই বোঝা যাবে। এখন দেশার, সরকার এই সিদ্ধান্তকে কটাতী দেয়াভাবে রূপায়ণ করতে পারে এবং স্বাস্থ্যখাতে এই বাড়তি ব্যয়ের সুফল সাধারণ মানুষ কতটা উপভোগ করতে পারেন বলেনা।

রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে নাঃএস জয়শঙ্কর



নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : সিদ্ধু জল বণ্টন চুক্তি সম্পর্কে বুধবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেনছেন, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করা পর্যন্ত সিদ্ধু জল চুক্তি স্থগিত থাকবে। রক্ত ও জল একসঙ্গে প্রবাহিত হবে না। জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, সিদ্ধু জল চুক্তি অনেক দিক থেকেই একটি অনন্য চুক্তি। আমি বিশ্বের এমন কোনও চুক্তির কথা ভাবতে পারি না, যেখানে কোনও দেশ নিজস্ব প্রধান নদীগুলিকে অন্য দেশে প্রবাহিত হতে দিয়েছে, সেই নদীর উপর অধিকার না থাকা সত্ত্বেও।জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, তাই এটি ছিল একটি অসাধারণ চুক্তি এবং যখন আমরা এটি স্থগিত রেখেছি, তখন এই ঘটনার ইতিহাস স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। গতকাল আমি শুনেছি, কিছু মানুষ ইতিহাস নিয়ে অস্বস্তিকর। তারা ঐতিহাসিক বিষয়গুলি ভুলে যেতে পছন্দ করেন। হয়তো এটি তাদের জন্য উপযুক্ত নয়, তারা কেবল কিছু জিনিস মনে রাখতে খুঁদে কানে উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পরেই পাকিস্তানকে চাপে রাখতে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত। এর মধ্যে ছিল সিদ্ধু জল চুক্তিও। সেই সময় ভারত ঘোষণা করেছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে সিদ্ধু জল বণ্টন চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্তের কথা। এখন তা স্থগিই রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা-র



নয়াদিল্লি,জয়পুর, ৩০ জুলাই : নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা। এই সময় দুই নেতার মধ্যে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে রাজস্থানের উন্নয়ন প্রকল্প, বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজস্থানের জনগণের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর দুর্দশ দী় নেতৃত্ব এবং নিরন্তর সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত গত ১১ বছরে বিশ্ব মধ্যে একটি নেতৃত্বহীনীয় দেশ হিসেবে তার চিহ্ন তৈরি করেছে। তাঁর দক্ষতায় রাজস্থানও গত দেড় বছর ধরে উন্নয়নের নতুন উচ্চতা পৌঁছে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতে রাজস্থানকে আরও সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এসআইআর ইস্যুতে বিক্ষোভ বিরোধীদের, দুই সন্ন্যাসিনীর গ্রেফতারিতে সরব প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাইঃবিগত কয়েকদিনের মতো বুধবারও এসআইআর (বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) ইস্যুতে সংসদ ভবনে চতুর্থে প্রদর্শন করলেন বিরোধী দলের সাংসদরা। বিক্ষোভে शामिल হন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীও। কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন এবং সাংসদ সোনিয়া গান্ধী ও অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা সংসদের বাইরে ম্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন এবং বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে শ্রমিকদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে উদ্ভি জোটের প্রতিবাদে যোগ দেন।অন্যদিকে, পাচার ও ধর্মান্তরের অভিযোগে ছত্তিশগড়ে দুই কেরলের নালকে গ্রেফতারের ঘটনায় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ করেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা, হিবি ইন্ডেন, কেসি বেণুগোপাল এবং অন্যান্য কংগ্রেস সাংসদরা। প্রিয়াঙ্কা বলেন, কিছু সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, এমন কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে যা তারা করেনি। ছত্তিশগড়ে পুলিশ তাদের মারধর করে এবং তুলে নিয়ে যায়। আমরা সংখ্যালঘুদের উপর এই ধরনের হামলার প্রতিবাদ করছি। আমরা সংখ্যালঘুদের উপর এই ধরনের অত্যাচার বন্ধের দাবি জানাই। মহিলাদের মারধর করা উচিত নয়। আপনি কাউকে এমন কাজের জন্য অভিযুক্ত করতে পারবেন না যা তারা করছে না।

দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাইঃ ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি দিশু বজারে অপরিশোধিত তেলের দলের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে। বুধবার দেশীয় বাজারে পেট্রোল- ডিজেলের দামেও কোনও রকম পরিবর্তন দেখা গেল না।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা , ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা। মুইহিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০



টাকা ও ডিজেলের দাম ৯০.০৬ টাকাই বহাল রয়েছে। ঢোমৌতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা।

ট্রাম্প মিথ্যেবাদী বলার ক্ষমতা নেই প্রধানমন্ত্রীর, কটাক্ষ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতা ইস্যু তুলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করলেন কলকাতার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বলেনন, ‘এটাই স্বাভাবিক, প্রধানমন্ত্রীর বলার ক্ষমতা নেই যে ট্রাম্প মিথ্যে কথা বলছেন। এটাই বাস্তব।’মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ও শুষ্ক আরোপের বিবৃতি সম্পর্কে বুধবার রাহুল গান্ধী বলেছেন, এটা ম্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রী বলেননি ট্রাম্প মিথ্যা বলছেন। সবাই জানেন যে, তিনি কথা বলতে পারছেন না। এটাই বাস্তবতা। যদি প্রধানমন্ত্রী মোদী কথা বলেন, তাহলে তিনি (ডোনাল্ড ট্রাম্প) খোলাখুলিভাবে কথা বলবেন এবং সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করবেন, সেই কারণেই তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) কথা বলতে পারছেন না।কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, যদি আপনি মনোযোগ সহকারে শোনেন, তবে সেগুলি ‘গোল-মোল’ শব্দ। রাহুল গান্ধী গতকালও বলেছিলেন, তাদের সরাসরি বলা উচিত যে আমেরিকান রষ্ট্রপতি মিথ্যা বলছেন।

দুরন্ত বার্তা রাশিফল

মেসঃমেস রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন শক্তি এবং সাহস নিয়ে আসবে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। আপনার পথে আসা যে কোনও চ্যালেঞ্জ বা সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাবেন না। অর্থ লাভ বুধঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অত্যুত্ত্বত্ব থাকা উচিত। আপনার আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ আগে ঋণ দেওয়া কোনও টাকা তৎক্ষণাত্ ফিরে আসবে।

মিথুনঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার মন নতুন পরিকল্পনা এবং ধারণায় পূর্ণ থাকতে পারে।

কর্কট রাশি : আপনি আজ খুব সক্রিয় এবং কটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। যে লোকেরা জম্মি কিনেছিল এবং এখন এটি বিক্রি করতে চায় তারা আজ একজন ভাল ক্রেতার কাছে আসতে পারে এবং এর জন্য খুব ভাল পরিমাণ অর্জন করতে পারে।

সিহংহঃআজকের দিনটি আপনার জন্য উসাহ এবং ইতিবাচকতায় পূর্ণ হবে। আপনি আপনার সম্মানশীলতাকে দুর্বল ভাবে প্রকাশ করার ভাল সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা হবে, যা আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। বিবাহের যোগ **কন্যাঃ** আপনার বেপারোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা করুন। অর্থ লাভ **তুলাঃ** আজকের দিনটি তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

বৃশ্চিকঃ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি একটি মসৃণ জীবনযাপন করতে চান এবং জীবনযাত্রার একটি স্থিতিশীল মান বজায় রাখতে চান তবে আপনার আর্থিক সম্পর্কে আপনার আজ মনোযোগী হওয়া দরকার। বিবাহের যোগ হবে আজ **ধনুঃ** ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন সম্ভাবনা এবং আত্ম-প্রচারের দিন হবে। আপনি আপনার ভিতরে সৃজনশীলতা এবং শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন, যা আপনাকে নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করবে। **মকরঃ** আনন্দদায়ক সম্ভর এবং সামাজিক জমায়েত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে।

কুন্তঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন শক্তি এবং ইতিবাচকতা নিয়ে আসবে। আপনার সামাজিকতা এবং চিন্তাভাবনা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে ভাল সময় কাটাতে পারবেন।। **শুভ্রদিন**। **মীনঃ**যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বৃদ্ধি এবং বোধধক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ১ আগস্ট, শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মসাজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল গঠিত হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে হুলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প চুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আগামীকৈ আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৭৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৬০.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সফল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১৮গের ০২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিট। সূর্যওউদয় ও সকাল ৬টা ০৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে

বাঁধের জলে নেমে বিপদ, হুগলির তরুণীর রহস্যমৃত্যু মুম্বইয়ে

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩০ জুলাই : মাসখানেক ধরে সেখানেই থাকছিলেন। এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন সোমবার। ররনার জলে নেমে তলিয়ে যান সঙ্গীতা। খবর আসে পরিবারের কাছে। মদলবার ভোরেই সঙ্গীতার বাবা দিলীপ চক্রবর্তী মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেন। হুগলির তরুণীর রহস্যমৃত্যু মুম্বইয়ে। চুঁচুড়ার কারবালার বাসিন্দা সঙ্গীতা চক্রবর্তী (৩১।) মুম্বইয়ে এক যোগা আশ্রমে গিয়েছিলেন তিনি। মা কারবারনার বাড়িতেই রয়েছেন। এসেছেন বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজন। তবে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। মেয়ের মৃত্যুসংবাদ এখনও মা জানেন না। আপাতত তাই সাংবাদিকদেরও বাড়ির ভিতরে প্রবেশের অনুমতি মেলেনি। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা স্পষ্ট নয় এলাকার লোকজনের কাছেও। স্থানীয় সূত্রে খবর, সঙ্গীতা বাড়ির একান্ত্র মেয়ে। দীর্ঘদিন ধরে গানবাজনার সঙ্গে যুক্ত তিনি। মাসখানেক হলো মুম্বইয়ে যোগা আশ্রমে ছিলেন। ফোনে দিলীপ চক্রবর্তী জানান, মুম্বই থেকে অনেকটাই দূরে নেরাল। সেখানেই গিয়েছিলেন সঙ্গীতা ও তাঁর এক বন্ধু তানিয়া সিং। পাহাড় আর সবুজে ঘেরা নেরালের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। সেখানেই একটি বরনার জলে পা ভেজাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানতে পেরেছে পরিবার। পা পিছলে পড়ে যান সঙ্গীতা, মৃত্যু হয় তাঁরা। এর বেশি কিছু এখনই বলতে পারছেন না তরুণীর বাবা। বালার মতো মানসিক অবস্থাতেও নেই তিনি। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন তিনি। এ বিষয়ে চুঁচুড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ইন্দ্রজিৎ দত্ত বলেন, ‘ পাড়ার মেয়ে সঙ্গীতা। খুব ভালো গান করত ও। পাড়ার অন্ত্রীনেও অংশ নিয়েছে। শুনেছিলাম মুম্বইয়ে একটি যোগা আশ্রমে গিয়েছিল। সেখানে ওর আত্মীয়ও আছে বলে জানি। আজ এই খবর শুনে খুবই খারাপ লাগছে। শুনলাম বাঁধের জলে নেমে এই বিপদ ঘটেছে।’

লরির চাকায় জড়িয়ে গেল ২ বছরের শিশু। মৃত্যু হল তার মামিমারও

দূরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৩০ জুলাই : লরির চাকায় জড়িয়ে গেল ২ বছরের শিশু। মৃত্যু হল তার মামিমারও। প্রবল বৃষ্টির মারেই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা আরামবাগে। মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে শিশুটির বাবা। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের মায়াপুরে কলকাতা-আরামবাগ ২ নম্বর রাজ্য সড়কে। মৃত শিশুটির নাম আরেফিন খাতুন (২)। মৃত মহিলার নাম মানসী বেগম (৩০।) তাদের বাড়ি তারকেশ্বরের চাঁপাতদঙ্গ। সূত্রের খবর, আরেফিন খাতুনের মা আরামবাগ নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন। তাকেই দেখতেই তার বাবা ও মামিমার সাথে যাচ্ছিল শিশুটি। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। যার জেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন মায়াপুরে। বৃষ্টি থামতেই স্কুটি নিয়ে যেতে শুরু করেন। মায়াপুর পার না হতেই পিছন থেকে তারকেশ্বর থেকে আরামবাগস্থধী জলযাত্রীর একটি লরি বেপরোয়াভাবে আসে। চোখের পলকেই সব শেষ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, গাড়িটি স্কুটির পেছনে ধাক্কা মারে এবং স্কুটিতে থাকা বাচ্চা একদিকে আর বাচ্চার মামিমা একদিকে পড়ে। লরিটি এক্কেবারে বাচ্চার উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। মারাত্মকভাবে জখম হন বাবা ও মামিমা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আরামবাগ থানার হরিণখোলা ক্যাম্পের পুলিশ। মানসি বেগমকে গুরুতর আহত অবস্থায় পুলিশের গাড়িতে করে আরামবাগ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যান ওই মহিলা। খবর পেয়ে চোখ জল নিয়ে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তার বেহাল দশার জন্যই বারবার এই দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশ দু’জনের দেহই উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আটক করা হয়েছে খাতক লরিটিকে।

রিষড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর মঙ্গল কামনায় মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ পুরপ্রধানের

দূরন্ত বার্তা, রিষড়া, ৩০ জুলাই : রিষড়া বাসীর কল্যাণ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় রিষড়ার সুরকি ঘাটের গঙ্গার ধারে শিব মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ পূজা ও যজ্ঞ। পৌরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রের উদ্যোগে এই আয়োজন প্রতি বছরের মতো এবারেও ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। গত বৃহস্পতিবার থেকে চলা এই পূজোটি আগামী বৃহস্পতিবার যজ্ঞের মাধ্যমে শেষ হবে। বৈদিক রীতিনীতি মেনে, সনাতনীয় পদ্ধতিতে বেনারসের পণ্ডিতদের মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞে বহু নাগরিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে সার্বিক শান্তি ও মঙ্গল কামনায় এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান বেনাসঙ্গ থেকে আগত গ্রামজনার। তারা বলেন এই শ্রাবণ মাসে আমরা হিন্দুরা মহাভারতের আরাধনা করি, যাতে বাবা ভাভেলনাথের আশীর্বাদে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে। পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র জানান, রাজ্যের মঙ্গল, মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা এবং মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে এই যজ্ঞ আয়োজন করা হয়। ভবিষ্যতেও এই রীতি বজায় থাকবে।



ডুবনেশ্বরে অবস্থিত বিজ্ঞান বার্তা ফাউন্ডেশন এর পক্ষে বিজ্ঞান বার্তা এজেন্সেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৪-২৫ ঘোষিত হয়। তার মধ্যে টিচিং এক্সপ্লোরেন্ট অ্যাওয়ার্ড বিভাগে নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক (ড.), শান্তনু বেরা।

ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সফল হলেন জয়নগর ও দক্ষিণ বারাশতের ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী

দূরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩০০ জুলাইঃ বর্তমান সময়ে ক্যারাটে প্রশিক্ষনে এগিয়ে আসছে ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা।নিজদের আত্মরক্ষা করতে ক্যারাটে জেনে রাখার দরকার আছে।আর রবিবার কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে হয়ে গেল ইন্টারন্যাশানাল ক্যারাটে চ্যাম্পিশনশিপ ২০২৫। যাতে সব জেলা থেকে প্রতিযোগিরা অংশ নেন। দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর ও দক্ষিন বারাশত থেকে ২৫ জন ছাত্র ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।যার মধ্যে ২২ জন স্বর্ণপদক, রুপোর পদক ও ব্রোঞ্জ পদক পায়। উল্লেখ্য যোগ্য কৃতিরা হলো-প্রিয়া সরদার কাতা- স্বর্ণপদক ও কুমিতি-রুপার পদক, অক্ষিত মুখার্জি কাতা-স্বর্ণপদক ও কুমিতি-রুপার পদক,দুভী কর্মকার কাতা-স্বর্ণপদক , সপুদীপা দাস কাতা -রুপার পদক ও কুমিতি – স্বর্ণপদক,আফনান রাহিম কাগা-

৪০ বছর পর এস ইউ সির হাতে থাকা মহিলা সমবায় সমিতির ক্ষমতায় এলো শাসক তৃনমূল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩০ জুলাই : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য জুড়ে সবুজ ঝড় চলছে।একের পর এক সমবায়



সমিতির নির্বাচনে জয়ের ধারা অব্যাহত শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের। বুধবার জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়দা মহিলা উন্নয়ন সংঘ প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতির নির্বাচনে ১২ টি আসনের সব কটিতেই তৃনমূল কংগ্রেসের মহিলা সদস্যরা বিজয়ী হন। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এই সমবায় সমিতি এস ইউ সি আই এর হাতে ছিল। এই

নির্বাচনী দপ্তর থেকে । বিরোধী দলের কোনো প্রতিনিধি এই নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় এদিন এই নির্বাচনের দায়িত্ব থাকা আধিকারিক অপ্দিদিতা দাস বিশ্বাস বানি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ১২ জন মহিলা সদস্যের হাতে বিজয়ীর সার্টিফিকেট তুলে দেন।এদিন এই নির্বাচনের আধিকারিকের সাথে উপস্থিত ছিলেন সহকারি আধিকারিক সৌমিক ব্যানার্জী।এদিন

শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল ও পূর্বস্থলী ১ ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে টিবি রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী,৩৩০ জুলাই : পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল প্রাদ্ধে এক মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল স্থানীয় বাসিন্দারা। পূর্বস্থলী ১ ব্লক প্রশাসন এবং শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এলাকার ৬০ জন টিবি (যক্ষ্মা) আক্রান্ত রোগীদের হাতে পুষ্টিকর শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে যাতে রোগীরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে পারেন, যা তাঁদের দ্রুত আরোগ্যের পথে সাহায্য করবে।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সাহিনেক সোম, শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতী রিতা দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।রোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় চাল, ডাল, ডিম ও

সয়াবিনের মতো পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, টিবি

রোগীদের সুস্থ করে তোলার জন্য শুধু চিকিৎসা নয়, যথাযথ পুষ্টিও অত্যন্ত জরুরি। এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ নিয়মিতভাবেই নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তারা।এই উদ্যোগে খুশি রোগী

এই জয়ের পরে সবুজ আঁধির মেখে উৎসবে সামিল হন বিজয়ীরা সহ শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের বহু কর্মীবৃন্দ। এদিন বিজয়ীদের গলায়

মালা পড়িয়ে দেন ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানু মন্ডল।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধান আরঃরিহম সরদার, ময়দা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি জ্ঞানাত মোল্লা সহ একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য।এদিন এব্যাপারে ময়দা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি জ্ঞানাত মোল্লা বলেন, দীর্ঘ ৪০ বছর এস ইউ সির হাতে এই মহিলা সমিতি থাকায় উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছে এই সমিতি।আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের কাজ দেখে বিরোধীরা এই নির্বাচনে দাঁড়াতে সাহস পায়নি।আর তাই আমাদের দলের সদস্যরা একক ভাবে বিজয়ী হন।আমরা এই মহিলা সমিতির মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নে নজর দোবো।আর এই জয় বিধানসভা নির্বাচনের আগে শক্তি বাড়িয়ে দিলো শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের।আর এদিন এই জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।

শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল ও পূর্বস্থলী ১ ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে টিবি রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ

ও তাঁদের পরিবার-পরিজনেরা। তাঁরা জানান, সরকারি এই সহায়তা



তাঁদের নৈশ্চিন্ত জীবনযাত্রায় কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিচ্ছে এবং মানসিক শক্তি যোগাচ্ছে।এইরকম মানবিক ও জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেই আশা সকলের।

বেসরকারি সংস্থার মহিলাদের গাইডলাইন আনবে রাজ্য

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : রাজ্য সরকার বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় নাইট শিফটে কর্মরত মহিলাদের সুরক্ষায় একটি গাইডলাইন আনতে চলেছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে বলে নবাম সূত্রে জানা গিয়েছে। খসড়ায় রাতে মহিলাদের ডিউটি বাধ্যতামূলক নয় বলে জানানো হয়েছে। রাতে অফিসে যাতায়াতের ক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থায়েই করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খসা প্রস্তাবে মোট বাইশটি বিষয় কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬ লক্ষের বেশি পরিবেশবান্ধব রাখি বিলি করবে রাজ্য

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : আসন্ন রাখি বন্ধন উৎসবে রাজ্য সরকার এবার ৬ লক্ষের বেশি পরিবেশবান্ধব রাখি বিলি করবে। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে বিশ্ব বাংলা থিমের এই রাখি তৈরি করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের কালনায় রাজ্যের একমাত্র রাখি ক্লাস্টার উইহাঙ্গ আন্ড আর্টিজেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে মোট ৬ লক্ষ ৬০ হাজার রাখি তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে । পাট, সুতির কাপ। দিয়ে সুক্ষ কারুকার্যে সাজিয়ে তোলা এই সব রাখির পাশাপাশি এই ক্লাস্টার থেকে দিল্লি, গুজরাত, তামিলনাড়ু, ওড়িশার মতো ভিন ভিন রাজ্য থেকে পাওয়া বরাত মত রাখি তৈরি করা হচ্ছে বলে বঙ্গ দফতরের বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মিলারা এই রাখি তৈরির করছেন।

স্ট্রীকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া,৩০ জুলাইঃ সাজাপ্রাপ্তর নাম সুখরঞ্জন হওলাদার। চার বছর আগে স্ট্রীকে পড়িয়ে খুনের দায়ে বুধবার তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। স্ট্রীকে মর্ডনে পড়িয়ে খুন। গৃহবধূর মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে দেশীসাব্যস্ত স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল চুঁচুড়া আদালত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে পাণ্ডুরা থানার তিন্না এলাকার বাসিন্দা রিনা হলাদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তিন্না হটা কলোনি এলাকার বাসিন্দা সুখরঞ্জন হওলাদারের। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তাঁদের মেয়েকে বাপেরবাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য অত্যাচার করতেন সুখরঞ্জন।

বৃষ্টি হয়েই চলেছে দক্ষিণবঙ্গে, দুর্যোগ থামবে না উত্তরেও

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : গত বেশ কয়েক দিন ধরে একটানা বৃষ্টি হয়েই চলেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি চলছে বুধবারও। সেই আবহে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে। কখনও কখনও রোদ উঠলেও, আকাশ মূলত আংশিক মেঘলা থাকবে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিও প্রত্যাশিত। ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি এবং কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রি কম। উত্তরবঙ্গে এখনই দুর্যোগ থামবে না, আগামী সাত দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।



অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থান কল্যাণীর প্রথম বার্ষিক সংবর্তনে অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্ম অনুষ্ঠানে হয়েছেন কল্যাণী এমস হসপিটালে । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস , কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতাপ রৌ গণপাণ্ডা যাদব, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য , কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও সংস্থার ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ডাঃ রামজি সিং । ছবি -সুন্দল সাহা

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় গত দু’মাসে ডেঙ্গি সংক্রমণ বেড়েছে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : লাগাতার বৃষ্টি ও জল জম থাকার কারণে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় গত দু’মাসে ডেঙ্গি সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, এইসময় শুধু দক্ষিণবঙ্গেরই আড়াই হাজারের বেশি ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলাও আক্রান্ত তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের হা’টি জেলায় সংক্রমণের মাত্রা তুলনামূলক অনেক বেশি। ডেঙ্গি সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে মূর্শিদাবাদ, যেখানে গত দু’মাসে ৪৬৯ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। তার পরেই ৪৩৭ জন আক্রান্ত নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা।উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলাতেও ডেঙ্গির প্রকোপ উদ্ভূদ্বুধী। গত দু’মাসেই সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁড়গ্রাম এবং ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলায় যথাক্রমে ৬২, ৫১, ৪২ ও ৫১ জন আক্রান্তের হদিস মিলেছে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, চলতি বছর শুরুর দিকে ডেঙ্গি সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু টানা বৃষ্টির জেরে জল জমে থাকায় মশার বংশবিস্তার বেড়েছে, ফলে গত কয়েক সপ্তাহে হঠাৎ করেই সংক্রমণের হার বেড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন পুরসভা ও স্বাস্থ্যজেলার উদ্যোগে ডেঙ্গি মোকাবিলায় লাগাতার সচেতনতা ও নজরদারি

ট. স্পিরিটুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড CIN: L63040WB1986PLC040796 নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০০১ ই-মেইলঃ info@spiritualworld.com ওয়েবসাইটঃ www.spiritualworld.com				
৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার সেবি(এলওডিআর)রেগুলেশন,২০১৫এর রেগুলেশন ৪৭(১) বি) দেখুন				
ক্রম নং	বিবরণিত	৩০শে জুন ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক (২ নং চৌটি সেগু)	৩০শে জুন ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক (২ নং চৌটি সেগু)	৩০ জুন ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক (২ নং চৌটি সেগু)
১.	পরিচালনা থেকে মোট আয়	০.১৮	০.১৮	০.১৮
২.	(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)	(৯.৪২)	(৪.০৫)	(২০.১১)
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৯.৪২)	(৪.০৫)	(২০.১১)
৪.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৯.৪২)	(৪.০৫)	(২০.১১)
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিবৃত আয় এই সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি) (করেরপরে) এবং বন্মানীা বিবৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত	(৯.৪২)	(৪.০৫)	(২০.১১)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূল্যন	২,০০০.২০	২,০০০.২০	২,০০০.২০
৭.	রিজার্ভ(পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত বায়লেন শিটে দেখানো দুর্নয়নিত রিজার্ভ বাদে)			(১,৮৬৬.৮৫)
৮.	প্রতি শেয়ার আয়(প্রতিট ১০/- টাকা) (বার্ষিক নয় সন্ধ্যা ও বছরের জন্য ছাড়া) মৌলিক এবং পাতলা	(০.০৫)	(০.০২)	(০.০৫)
হাটস্টার ১) উপরোক্ত তথ্যটি সেবি(তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রদান।, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিবৃত্তি বিনামূল্যে একটি উদ্ধৃতি। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com এবং www.cse-india.com এ পাওয়া যাবে। একই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.spiritualworld.com -এও পাওয়া যাবে। ২) ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।				
ফাইন্যান্সিয়াল দেখতে বিস্তারিত ফলাফল দেখতে কিউ কোড আর স্ক্যান করুন।				
স্থান-কলকাতা	তারিখঃ ৩০শে জুলাই, ২০২৫	বার্ষিক আদেপক্রমে প্রাপ্তির আদেপক্রমে ফর টি.স্পিরিটুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড নেত্র বাধ্যদর রান্নাতাত বারম্বাানা পরিচালক এবং সিডিও DIN NO-০৬৭১৬৬৬৬		

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বাত্মা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪০, বৃহস্পতিবার, ১৪ আষাণ ১৪৩২

বাংলার শিল্পী সুবীর সেন

বাংলা ও হিন্দিতে অজস্র হিট গানের শিল্পী সুবীরবাবু আধুনিক গানের জগতে এক বিশিষ্ট কণ্ঠ বলে চিহ্নিত। ‘সারা দিন তোমায় ভেবে’, ‘এত সুর আর এত গান’, ‘না-হয় থাকলে আরও কিছু ক্ষণ’-এর রোমান্টিক মেজাজ তুলতে পারেনি বাঙালি। বলিউডে ‘কাতপুতলি’ ছবির স্নে-ব্যাকের জন্য তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন শঙ্কর জয়কিষণ। ‘মাসুম’, ‘রূপ কা রানি চোরোঁ কা রাজা’, ‘বরফেভ’-এর মতো ছবিতে গান গেয়েছিলেন তিনি। এত সুর আর এত গানের রেশ আজও ছেয়ে আছে বাংলার সুরের ভূবন। আজও তাঁর কণ্ঠের জাদুতে কার হাসি যেন লুকিয়ে হাসে। আজও তাঁর কণ্ঠের রহস্যময়তা কোনও এক মায়াহরিণীকে ডেকে বলছে, ‘মোনালিসা তুমি কে’। সে ছিল গানের দিন। সে ছিল শোনার দিন। গান তখনও বাঁ চকচকে রিয়ালিটি শোয়ে দেখার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি। নিখুম দুপুরে অনুরোধের আসরে রেডিওর ওপার থেকে শিল্পীরা ছড়িয়ে দিলেন রোমান্সের মায়াজাল। কথায়-সূরে-গায়কি-মেজাজে প্রত্যেকের এক একটা ছবি আঁকা হয়ে থাকত শ্রোতার মনে। সুবীর সেনও তাঁর গায়কিতে শ্রোতার মনের কানভাসে ফুটিয়ে তুলতেন এক রোমান্টিক পুরুষের ছবি। ততোদিনে বাঙালির রোমান্টিকতার সূত্র বাঁধা পড়েছে এক সমীকরণে। যাঁর একদিকে পরদায় উত্তমকুমার, অন্যদিকে ঐশ্বরিক কণ্ঠমধুর্য নিয়ে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। রোমান্স অবিল এ আবহেই নিজস্ব স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ছিলেন সুবীর সেন। তিনিও রোমান্টিক। তাঁর নিটোল কণ্ঠও এক রোমান্টিক পুরুষের মনের কথােক্ষেঁ মুক্তি দেয় সুরের আকাশে। সে কণ্ঠ যেমন মেজাজি তেমনই ঘরোয়া। যতখানি আধুনিক, ততোখানিই সম্ভাস্ত। বস্তুত এত সুর আর এত গান-এর উপস্থাপনের ভঙ্গিতে যে মাধুর্য তিনি লুকিয়ে রাখেন বেনারান ছলনায়, তা বাঙালির চিরকালীন প্রেমের গারণার মর্মমূলে নাড়া দেয়। বাঙালির প্রেম বোধহয় যতখানি না উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে বিহ্বল, ততোখানিই নিবেদনে আবিষ্ট। নিবেদনের যে আর্তি ও প্রাপ্তি তা বাঙালি প্রেমের বৈশিষ্ট্য। পদাবলী বাহিত বাংলা গানের শিরা-উপশিারয় লুকিয়ে আছে প্রেমের এই গরিমা। বাঙালির রোমান্টিক নায়ক থেকে রোমান্টিক গায়ক, সকলেই এই গরিমাকে প্রকাশ করেছেন আপন বৈশিষ্ট্যে। সুবীর সেনের কণ্ঠের আত্মসন্মান ও গায়কীর আত্মনিবেদনে এই প্রেমই মূর্ত হয়েছিল বাঙালির জলসাঘরে। বলা বাহুল্য প্রকৃত বাঙালি শ্রোতা এই অনন্য শিল্পিকে আপন করে নিতে এতটুকু ভুল করেনি। ইংরেজি গানে মশগুল তরুণ প্রজন্মও এই সম্মানীয় কণ্ঠস্বরকে সাদরে বরণ করেছিল। সেকালের জলসায় রাত জেগে মানুষ মজে যেতেন তাঁর গানে। দু’তিন দশক আগের জায়মান মধ্যযব্গে সমাজের ভিতরে তেঁর শক্তি, সম্ভাস্ত ও সম্মানের বোধ জাগরক ছিল, তার প্রকাশ ছিল সেকালের গানে। যে সমাজ তখনও মূল্যবোধগুলিকেটাকার অঙ্কে মাপতে শেখেনি বা চায়নি, সে কলার মধ্যেও খুঁজত এই মর্যাদা। গান হোক কিংবা ছায়াছবি- তাই শিকড়ের অনুগামী হয়েও ছুঁয়ে ফেঁদতে আত্মনিকতার আকাশ। পাক্ষাত্য ভাবধারা সেখানে রাত্র্য ছিল না, বরং নিছক অনুসরণের বদলে তা রূপান্তরিত হত একান্ত আন্তীকরণে। গানের কাছে তাই এই সময় ও এই সমাজের প্রত্যাপ্তা ছিল একরকমি এক সম্মানীয় মেজাজ, যা তাঁদেরই না বলা কথাগুলোকে বলে দিতে পারবে।

ফুটবল পাগল গোষ্ঠ পাল

অভিজাত, রক্ষণশীল ব্রিটিশরা প্রবল আপত্তি করেছিল তাঁর ধৃতি নিয়ে, পাভা দিলেন না গোষ্ঠ পাল, পরের ইতিহাস প্রবল বিবাদ ইডেনে ক্রিকেট মাঠে গোষ্ঠর মাল্যকৌচা কবে ফিল্ডিং সাহেবদের কাছে যেনে বাঙালির চরম গুণভ্রাত্য । সেদিন ধৃতি পরেই ইডেনে ক্রিকেট খেলতে নেমেছিলেন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি, চীনের প্রচীর গোষ্ঠ পাল। যখন খাস বিলিতি সাহেবদের মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রতীক মনে করা হত। সেদিন ছিল প্রয়োজনে ইঙ্গ-ভারতীয়রাও ঢোকার সাহস পেত না,আর নেটিভ গোষ্ঠ পাল কিনা ধৃতি পরেই সাহেব-মেম সাহেবদের তাজিল্য করে মাঠে নেমে গেলেন! মালকৌচা কবে ফিল্ডিং করছিলেন,কয়েক ওভার হাতও ঘুরিয়ে নিলেন। পরাধীনতার মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রতীক মনে করা হত। সেদিন ছিল প্রয়োজনে ডেউ আছড়ে পড়েছে কলকাতার ফুটবল মাঠে,সেখানেও পরস্পরের মুখোমুখি হত ইংরেজ আর ভারতীয় দলগুলি,সেকালের ক্যালকাটা, ডালহৌসি,অপরপক্ষে মোহনবাগানক্সেই লড়াইকেও ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রতীক মনে করা হত। সেদিন ছিল ইডেনে উদ্যানে খাস বিলিতি সাহেবদের ক্লাব ক্যালকাটার সঙ্গে মোহনবাগানের ক্রিকেট ম্যাচ। ইংরেজ রাজকুমার ডিউক অফ কেন্ট কলকাতায় এসে পড়ায় চৌরঙ্গি পাড়ায় মহা শোরগোল,ধুমধামের শেষ নেই,পথঘাট বন্ধ বলা যায়,ভিড় তৈলে যখন গোষ্ঠবাবু মাঠে পৌঁছেছিলেন তখন খেলা আরম্ভ হয়েছে,কালকাটা ব্যাট করছে,মোহনবাগান ফিল্ডিং। দেরি হয়েছে,গোষ্ঠবাবু তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে পড়লেন,বদলি খেলোয়াড় বিক্রাম নিলেন। ক্যালকাটার ব্যাটসম্যানেরা প্রায় দু’ঘন্টা গোষ্ঠ পাল ও তাঁর সতীর্থদের মেরের সূত্রে খাটিয়ে নিলেন,এরপরে গোষ্ঠ পালের ধৃতি নিয়ে আপত্তি করলেন ক্যালকাটা দলের দুই মাতব্বর,অর্থাৎ নেটিভ পোশাকে খেলা চলবে না। মোহনবাগানও ছাড়ার পাত্র নয়,একে ঘন্টা দুই ফিল্ডিং করতে হয়েছে,যতক্ষন ওরা ব্যাট করল আপত্তি উঠল না যখন নিজেদের ফিল্ডিংয়ের পালা তখন কিনা পোশাক নিয়ে তুচ্ছ অচ্ছিন্ন্য তোলার চেষ্টা মোহনবাগানের অধিনায়ক ফকির মুখার্জি কড়া কথা শুনিয়াে দিলেন ক্যালকাটা ক্লাবের মাতব্বরদের। ১৯১১সালের ঐতিহাসিক শিভ জয়ে উৎসাহিত হয় বাঙালিয়ানা তথা স্বদেশীমানার পুরোধা হয়ে যখন মাঠে ময়দানে ইংরেজ-গোরাদের সঙ্গে চোয়াল কবে লড়ছে মোহনবাগান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর বলতেন, শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হয়। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এদান করলে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান

শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিন শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা ভবতারিণী হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি শক্তি দিলে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা ভবতারিণী জগতকে ধারণ করে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মনও কাজ করতে হবে। নিজের মহৎ শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতা’ই হচ্ছেন শক্তিমা’। তিনি রামকৃষ্ণ দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সফল করতে বিদ্যাসাগরকে অক্লান্ত সংগ্রাম করতে হয়

রবীন্দ্রকুমার শীল

বর্তমানে প্রায় সকলেই অবগত রয়েছেন যে, ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু এর পিছনে যে বহুদিনের ও বহুজনের বিচ্ছিন্ন ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম জড়িত ছিল; এই ইতিহাস সম্পর্কে হয়ত অনেকেই তেমনভাবে অবগত নন। যদিও



বিদ্যাসাগর সাধারণভাবে পাণ্ডিত্য ঈশ্বরানুপ্রদ বিদ্যাসাগরেরই নাম করা হয়ে থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র তাঁর একক সংগ্রামই যে এই আইনটি প্রবর্তনের মূলে ছিল; যথাযথভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে একথা বলা বোধহয় সমীচীন হয় না। অবশ্য ইতিহাস গতভাবে একথাও সত্যি যে, পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ও নেতৃত্বই শেষপর্যন্ত বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের সমাজের প্রকৃত তুলতে পেরেছিল। আসলে অনেকের বিচ্ছিন্ন ভাবনা, অনেক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সীমিত প্রচেষ্টা এবং বহুমানবদর্দী প্রগতিপন্থী ব্যক্তির শুভেচ্ছাই বিদ্যাসাগরের সেই সফল প্রচেষ্টার মধ্যে তখন সার্থকতা লাভ করেছিল। কারণ; ইতিহাস বলে যে, বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা এবং এ বিষয়ে আইন প্রবর্তন প্রচেষ্টা কিন্তু উনিবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে এই প্রবন্ধ ও গ্রন্থে আলোচিত ইতিহাসের সময়সীমা যেহেতু উনিশ শতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সেহেতু এ বিষয়ে এর আগে কি ঘটেছিল, এ প্রসঙ্গই এখানে কোন ধরনের আলোচনায় অভিনিবিষ্ট না হওয়াই উচিত হবে। উনিশ শতকের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টান মিশনারিরা ভারতে ধর্মপ্রচার করতে এসে ছিলেন। বিশেষতঃ ১৮১৩ সালের কোম্পানি সনদের ফলে তাঁদের ভারত- আগমন অবশ্য হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এর আগেও খৃষ্টান

বলাই বাহুল্য যে, মিশনারিদের এধরণের প্রচেষ্টায় সেযুগের একশ্রেণীর হিন্দুরা যেমন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তেমনই সমকালীন আরেক শ্রেণীর হিন্দুরা এথেকে কুসংস্কার বিচারের প্রেরণাও পেয়েছিলেন। তাই এগুলিকে খৃষ্টীয় উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণ এবং কুমিল্লার বিরোধী আন্দোলনে মিশনারি ক্রিয়াকাণ্ডের ঐতিহাসিক গুরুত্বের একটি দিক বলা চলে। তবে রামমোহনের প্রচেষ্টাতেই বাংলায় কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে পানথব্রতা দেখা দিয়েছিল। সতী বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে কিছু ভাবেনি; তা নয়। ১৮১৯ সালের ১৮ই মে তারিখের ক্যালকাটা জার্নাল পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় যে, রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভাতে বিধবাবিবাহ নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। তবে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ব্যাপারে যে রামমোহনের কোন ধরনের সম্মতি ছিল; এ বিষয়ে এই সংবাদ থেকে কিছু বুঝতে পারা যায় না। বরং রামমোহনের রচনায় বিধবাবিবাহ সম্পর্কে এমনকিছু বক্তব্য পাওয়া যায়; যেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে একথাই মনে হয় যে, তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন না। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন আলোচনার মধ্যে না ঢুকেও একথা

বলা যেতে পারে যে, বিধবা রমণীদের প্রতি রামমোহনের যে সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল; পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সংগ্রামকে সেটা কিছুটা প্রভাবান্বিত করলেও করে থাকতে পারে। উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, ইংবেঙ্গলরাই প্রথম সংগঠিতভাবে বিধবাবিবাহের বিষয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, এবং বিদ্যাসাগরের আগে তাঁরাই বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে একটি নির্দিষ্টপথে চালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়া বিদ্যাসাগরের সমকালে ডিরোজিওর উত্তরাধি কারীরাও এ বিষয়ে তাঁকেনানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই নব্যব্দ পরিচালিত ‘জ্ঞানদ্বৈষণ’, ‘বেঙ্গল স্পেস্টেক্টর’ এবং সেযুগের আরও অনেক পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাক-বিদ্যাসাগরযুগের বাংলায় বিধবাবিবাহ অন্দোলন সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। সেসব তথ্যের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য হল যে, ১৮৩৩-৩৪ সালে ‘কতিপর ধনী লোকের’ উদ্যোগে বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়ে একটি সভা করবার কথা ভাবা হলেও শেষপর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই করা হয়নি। বিধবাবিবাহ বিষয়ে এই সভা করবার জন্য তখনকার যেসব ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মতিলাল শীল এবং হলধর মল্লিক প্রধান ছিলেন, এবং তাঁদের এই উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকাও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের ভয়ে শেষপর্যন্ত তাঁরা এ বিষয়ে আর কোন পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস করেননি। এরপরে ১৮৩৭ সালে ‘ইণ্ডিয়ান ল কমিশন’ গঠিত হয়েছিল, এবং গ্ল্যান্ট সাহেব এই কমিশনের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হয়ে ছিলেন। যদিও এই কমিশনের সদস্যরা একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলায় বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকবার ফলে সমাজে ব্যাভিচার ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছে এবং এরফলে শিশুহত্যার মত করুণ ঘটনাও ঘটেছে, কিন্তু তবুও তাঁরাও তখন বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের কথা ভাবতে পারেন নি; এবং হিন্দুদের ধর্মচারণে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ ঘটবে; এই আশঙ্কায় তাঁরা এ বিষয়ে কোন আইন প্রবর্তন করবার ব্যাপারে চূপ করে থাকার ঐশ্রয় বলে মনে করেছিলেন। পরবর্তীকালে ‘ইণ্ডিয়ান ল কমিশন’, এর এই মনোভাবকেই রাখাচ্যুত হয়ে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে তাঁর প্রেরিত আবেদন পত্রে উল্লেখ করেছিলেন।

বাংলা সঙ্গীতশিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রতিভাবান কিংবদন্তী শিল্পী

‘দরস বিন দুখন লাগে ন্যায়ন, যবসে তুমি বিছুরে প্রভু মোরি বধ না পায়ে চৌ’, তখন যে আত্মহারা সমর্পনের সুর শোনা যায়, ভাওয়াইয়াতে ‘বগাকে দেখিয়া বগী কান্দে রে, বগীকে দেখিয়া বগা কান্দে’-তে বগা-বগীর বিচ্ছেদব্যথায় যেন সেই একই সুর বাজে গুর কণ্ঠে। যেন ধ্বনিত হয় সেই চিরন্তন কান্না ,



সেই সুকণ্ঠী গায়িকা প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের গান দু’খানিও প্রাণ ঢেলে গেয়েছেন। বড়ো ভালো লাগে কথাগুলি! প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত গানের সঙ্গে সত্যই যেন জুড়ে থাকে নিবেদনের এক অপরূপ সুর। তবে শুধু শ্রদ্ধা নয়, তাতে জড়িয়ে থাকে অনন্ত ভালোবাসা, পরম বিশ্বাস। ‘বড় সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি’-র প্রতীক্ষাই হোক, কিবা ‘একটা গান লিখে আমার জন্য’-র আকাঙ্ক্ষা, ‘তোমায় কেন নাগাচ্ছে এত চেনা’-র আবিষ্কার, বা ‘বঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই’-এর খোঁজ, আপাত নিলিগুতার মধ্যেও গুর গানে ধরা দিয়ে যায় পরম মমত্বের স্পর্শ। আকুল স্বর প্রতিমা যখন গান,

জানাইলাম, সেই আলোর দেশে মিনতি জানাই।’ সমর্পনের উদ্দেশ প্রভুই হোন বা প্রেমিক, সন্তান কিংবা পুত্র শোনা আলোর দেশ , প্রতিমা অদ্বিতীয়া। ১৯৬৮ সালের পূজোর রেকর্ডে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত ‘আঁধার আমার ভালো লাগে’ গানটি। সে গানে আঁধারকে ভালোবেসে প্রতিমা বলেন, ‘তারা দিয়ে সাজিও না আমার আকাশ, আঁধার আমার ভালো লাগে।’ এর মধ্যে নিবিড় প্রত্যাপা রয়েছে, ‘রাজের গভীরে আজ ঝঁঝার পরশে, হাজার প্রদীপ যাবে জ্বলে, ঝঁঝুয়ার পরশেতে জ্বলে যাবে এই রাত রাগে-অনুরাগে-ভালোবাসাতে।’ কী অনায়াসে আত্মমগ্ন প্রতিমা সেই প্রত্যাপার সুরটি ফুটিয়ে তোলেন! তারপরেই শুনি, ‘জানি না তো বঁধু ওগো মরণ রইয়েছে লেখা, ভালোবেসে আজ এই রাতো।’ এমন বাঁধভাঙা আত্মসমর্পণ একমাত্র প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠেই ফুটে উঠতে পারে! এই সুরই এবার শোনা যায় ‘স্বীর পর’ ছবিতে, যখন তিনি গান , ‘ছোড় চলি অব মহল অটারি, মাতা -পিতা-ভ্রাতা কোই না হামারি, রানজি ভেজা জহর কি পায়ীলা মোঁৎ কা সঙ্গ সঙ্গতি।’ রাখাকান্ত নন্দীর অপূর্ব শ্রীশোলা সঙ্গতে, শমিকামা মৌরী কী অবলীলায় প্রতিভাত হয় প্রতিমার গায়নে! ব্যক্তিগত স্মৃতিতে ধরা দিয়ে যায়, বৈশাখ, দুর্দশনের পর্ণায় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম দেখার ছবি। সে অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে বেজেছিল মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ডিং। তাঁর অপূর্ব গায়নে, অননুকরণীয় সঙ্গিতে, তার সঙ্গ্য মুখো পাধ্যায়ের তবলাসঙ্গতে ‘এই

বিদ্যাসাগরের আগেই বাংলায় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের অনুকূলে সেকালের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল; সেগুলির মধ্যে ‘বেঙ্গল স্পেস্টেক্টর’ আবার এ বিষয়ে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। এছাড়া সমকালীন জনসাধারণও এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত জোরালভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসের ‘বেঙ্গল স্পেস্টেক্টর’ পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক ব্যক্তির প্রেরিত একটি পত্রের কথা ইতিহাসের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য। এই পত্রটিতে বিধবাবিবাহের পক্ষে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। উক্ত পত্রপত্রক জানিয়েছিলেন যে; প্রাচীন ভারতে নারদ, শঙ্খ, যাজ্ঞ বক্ষ্য, হারীত এবং আরও অনেকে পুণর্ভূর মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাজ্ঞ বক্ষ্য বলে ছিলেন যে, কোন বিধবা পুনর্বিবাহিতা হলে মোটেই অসতী বলে অভিহিত হন না। তিনি বিধবা নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে ক্ষত বা অক্ষত যোগির বাধা মানেন নি। এছাড়া মনুর মত ছিল যে, বিধবা নারীর বিবাহে সংস্কার বিহিত; কিন্তু দান নিষিদ্ধ। নিজের পক্ষে এরকম নানা শাস্ত্রীয় তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে উক্ত পত্রপত্রক তখন বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার বেশ কয়েক বছর আগে বিধবাবিবাহের পক্ষে এমনদব বক্তব্য ইতিহাসে সত্যিই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তৎকালীন সমাজে সেই পত্র প্রেরকের মত শুধু প্রগতিশীল ব্যক্তিরাই ছিলেন না; বরং প্রগতি হস্তা রক্ষণশীল ব্যক্তিরাও ছিলেন, এবং তাঁদের সংখ্যাই তখনকার সমাজে বেশি ছিল। কেন্দ্রকে সংবাদ প্রচারক ও সমাচার চক্রিকা পত্রিকায় তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করা হত। বস্তুতঃপক্ষে সমকালীন ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে সেযুগের নানা পত্রপত্রিকায় মতামত বিনিময় প্রবল হয়ে উঠেছিল। বেঙ্গল স্পেস্টেক্টর তখন বিধবাবিবাহের বিষয়ে একটি বাস্তব প্রস্তাব রেখে লিখেছিল, ‘অম্মদেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষাও যুবাদিগের কর্তব্যকর্মে সাহসা বরাদ্দনের উর্দশনো ব্যতিরেকে এতবিষয় ক্রমশঃ সিদ্ধ হইবার আর সুদুপায় নাই আর আমাদিগের বোধযি যে কতিপয় হিন্দুব্যক্তিরা যদ্যপি পুণর্ভূ বিবাহ করিয়া পথ দেখান তবে ইহার প্রতি লোকের যে ঘেব আছে তাহাও ক্রমে হ্রাস হইয়া পরে সর্বসম্মতরূপে প্রচলিত হইতে পারে। (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র,)।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

মা কমলা দেবী মেয়েকে গান শেখাতে টাকা ঋণ করলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

সা থেকে সা ঋণির মত সুরে বলতে পারে একমাত্র প্রতিমাহ। মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও কমলাদেবীর একমাত্র সন্তান প্রতিমা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর। মাত্র ২৭ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর পিতা মণিভূষণের। তখন প্রতিমার বয়স বছর খানেক। আর কমলাদেবী তখন মাত্র ১৮। স্বামীর মৃত্যুতে কন্যাকে কোলে নিয়ে অকুল সাগরে ডিঙ্গা ভাসালেন মা কমলা চট্টোপাধ্যায়। তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ছোট রগ্নিকে (প্রতিমার ডাকনাম) মানুষ করা। তিনি চেয়েছিলেন মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কন্যাও যেন তার বাবার মতই গান গাইতে শেখে। কমলাদেবী নিজেও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। ভালো কীর্তন গাইতে পারতেন তিনি। সংসারের নিত্য দিনের অভাব অনটনের মধ্যেও তিনি একটু একটু করে টাকা জমিয়ে মেয়েকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাটি দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। প্রতিমার বয়স পাঁচ বছর হলে তার গান শেখানোর ভার তুলে দেন পণ্ডিত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য প্রকাশকালী ঘোষালের হাতে। এই প্রকাশকালী নিজের জন্যও যা করেননি, তা করেছিলেন ছোট পুতুল পুতুল মেরোটির মতো। গান ছিল প্রতিমার রক্তে। আর ছিল মায়ারী কণ্ঠ। প্রকাশকালী সবটুকু উজাড় করে দিয়ে গান শিখেছিলেন প্রতিমাকে। প্রতিমাও গুরুর কথা আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। বলতেন গুরু তাকে ১৬ মাত্রার মোট ২৬ টি গান শিখিয়েছিলেন। আর শিখিয়ে ছিলেন অনেকগুলি ডজন আর রাগাশ্রয়ী গান। কঠোর অনুশীলন করিয়ে প্রতিমাকে তাঁর কয়েকজন প্রকাশকালী। প্রতিমার সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কথা একজনই কণ্ঠ বিকৃত না করে সা থেকে সা পর্যন্ত সঠিক বলতে পারে। এই প্রশংসা পাওয়ার জন্য প্রতিমার সহজাত কণ্ঠ মাধুর্যের যতটা গুরুত্ব, প্রকাশকালীর নিষ্ঠার গুরুত্বও ঠিক ততাই। গুরু ভীষ্মদেবের সঙ্গেও তিনি পরিচয় করিয়ে দেন প্রতিমাকে। ভীষ্মদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রতিমার গান শুনে। বিয়ের পর প্রতিমার সাহাযনগর রোডের শ্বশুরবাড়িতে একবার এসেছিলেন ভীষ্মদেব। একথা জানা গিয়েছিল প্রতিমার ঘনিষ্ঠ শিল্পী পিটু ভট্টাচার্যের কাছে। প্রতিমার বয়স তখন সাত কি আট, মায়ের সঙ্গে দেশের বাড়ি বিক্রমপুরে গিয়ে সেখান থেকে ঢাকা শহরে এসেছেন আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে। আত্মীয়রা তো বটেই, সে বাড়ির আশেপাশের লোকজনও প্রতিমার গান শুনে মুগ্ধ। তাঁদেরই একজন তাকে পরিচয় করিয়ে দেন সুধীরলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে। সুধীরলালের

উদ্যোগেই ঢাকা রেডিও কর্তৃপক্ষ শিশু বিভাগে গান গাইবার ব্যবস্থা করে দেন প্রতিমাকে। কলকাতায় ফিরে মায়ের চেষ্টায় যোগাযোগ হল প্রখ্যাত শিল্পী গিরিন চক্রবর্তীর সঙ্গে। গিরিনবাবুর সহায়তায় কলকাতা বেতারেও গান গাইবার সুযোগ এসে যায় সেই কিশোরী বয়সেই। খুব তাড়াতাড়ি চারি দিকে নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, গানের জলসা মানেই প্রতিমা। তখন বয়স তার তের কি চোদ্দ, স্কুলের গণ্ডি তখনও পেরোননি প্রতিমা। গানের সূত্রেই প্রতিমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন সঙ্গীতপ্রেমী সুদর্শন যুবক অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই যুগে বিলাতি কোম্পানি কক্স এন্ড কিংসের কর্মচারী সুদর্শন অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সুপার ছিলেন সেটা বলাই বাহুল্য। চলে এলেন শ্বশুর বাড়িতে। সাহাযনগর রোডে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বাড়িতেই প্রতিমার জীবন কেটেছে। তাঁর কন্যা রাইকিশোরী ও জামাতা নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংসার জীবন এখানেই অতিবাহিত করেছেন। অতিবাহিত করেছেন তাঁদের পুত্র ও প্রতিমার নাতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিয়ের পর দক্ষিণকলকাতায় মিলন চক্র ব্রহ্মের এক ঘরোয়া আসরে প্রতিমার গান শুনে মুগ্ধ হন সেসময়ের নামকরা সুরস্রষ্টা সুরীয়ালাল চক্রবর্তী। এর আগে শুনি নিজেও গুরু শিল্পীকে ঢাকায় দেখেছিলেন সে যে এতটা পরিণত হয়ে উঠেছে তা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে যান। তিনি তাকে দিয়ে ১৯৫১ সালে ‘সুনন্দার বিরোঁ’ ছবিতে গাওয়ালেন উজ্জল তচিনী আমি সুদূরের চাঁদ। সুধীলালাল পাকা জঙ্ঘরী। রত্ন চিনতে তার ভুল হয়নি। প্রতিমার গান বাজিমাৎত করল সজেই। এরপর ১৯৫৪ সালে সঙ্গীতবহুল ছবি ‘চুলি’ তে রাজেন সরকারের সুরে প্রতিমার সব গানই হিট। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবন যে রে স্বপ্নমায়াদ, ও আমার বাংলা মা গো, যুথিকা রাগের এই যমুনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, প্রথিতমশা গিয়েছিল প্রতিমার ঘনিষ্ঠ শিল্পী পিটু ভট্টাচার্যের কাছে।

পাঠকদের কলমে ভারতের বিজ্ঞানচর্চা

বিশেষ প্রতিবেদক

২৯ জুলাই ১৮৭৬ সালে এই দিনেই ভারতবর্ষে প্রথম বিজ্ঞান কেন্দ্র ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স’ কাবেরন করেন মহেন্দ্রলাল। সদিচ্ছা আর অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন উত্তর পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কামিশ বাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ। ডা.সরকারের আখানে এগিয়ে এসেছিলেন ফাদার লিফোর্স (খ্যাতনামা ফিজিসিস্ট এবং সেন্ট জেভিয়ার্সের শিক্ষক)। এগিয়ে আসেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জে সি বোস,আচার্য পি সি রায় প্রমুখ স্কলাররা। ১৯০৭ থেকে ১৯৩৩ অবধি প্রতিষ্ঠানে-ই। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত ‘স্কাটরিং অফ লাইট’-এর গবেষণার কাজ করেছিলেন (রামন ইফেক্ট নামে যা পরিচিত)। আমরা জানি, এই সাফল্যের জন্যে ১৯৩০ সালে ফিজিজে নোবেল পুরস্কার পান সি ভি রামন। এই বাংলা থেকেই শুরু হয়েছিল বিজ্ঞান চর্চা। বিজ্ঞান চর্চাক করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ। বাল্যের বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোস, প্রফুল্ল রায় এবং সত্যেন বোস ভারতের সন্মানকে উজ্জ্বল করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও তিনি বিজ্ঞানকে নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই রচনা করেছিলেন। তার নাম বিশ্ব পরিচয়

| **সোণা নিলাম সূচনা**
 Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
 Ph: +91 471 4911400, 2331427

নতুন করে রোনাল্ডোর জার্সি ছাপা হবে না! ম্যানইউ হঠাৎ এমন ফরমান জারি করল কেন?

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩০ জুলাইঃ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরশুম শুরু হচ্ছে আগস্টে। তার আগে নয়া সিঙ্গনের ক্লাব জার্সি কিনতে অফিশিয়াল স্টোরে ভিড জমাচ্ছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমর্থকেরা। টিম যতই ধরশায়ী পারফরম্যান্স দেখাক, সিজন ১৫ নম্বর পঞ্জিশনে শেষ করুক না কেন, প্রিয় দলকে নিয়ে উদ্যাদনায় তো ভাটা পড়ে না। যদিও জার্নি ও মার্চেন্টাইস কিনতে দোকানে ঢুকে বিশেষ একটি মেসেজ দেখে চমকে উঠছেন অনেকে। জানা যাচ্ছে, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ভেডিড বেকহ্যাম এবং এরিক কাস্টোনার নামাঙ্কিত জার্সি না নতুন করে ছাপা, না বিক্রি করা হচ্ছে! যদিও প্রাক্তন ফুটবলারদের সঙ্গে মনোমালিন্য নয়, এর আড়ালে রয়েছে প্রায়-অজানা ক্লাব-নীতি, যার জেরে ক্লাবের কর্মকর্তারা এছেন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।

অতি সম্প্রতি ২০২৫-২৬ মরসুমের হোম ও আওয়ে কিট বাজারে এনেছে ম্যান ইউ। সেই জার্সি কিনতেই ক্লাবের অফিসিয়াল মেগা স্টোরে হুঁ মারেন অনেক সমর্থক। তাদেরই একজন, সাইমন লয়েড। যার নজরে পড়ে একটি



নোটস। ডিজিটাল মনিটরে লেখা- ‘লাইসেন্স সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার কারণে, আমরা জার্সিতে ক্যাপ্টেনা, বেকহ্যাম এবং রোনাল্ডোর নাম ছাপাতে পারছি না!’ এই ঘোষণার পরই শুরু হয় জল্পনা। যদিও গুজব এড়াতে ‘দ্য সান’-কে দেওয়া বার্তায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে-ক্যাপ্টেনা, বেকহ্যাম এবং রোনাল্ডো তাদের নিজস্ব ছবিবস্ত্রের মালিক। সেই কারণে ক্লাবের মেগা স্টোর থেকে তাদের নাম জার্সিতে ছাপালে আইনি বাধার মুখে পড়তে হবে! বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত ক্লাবের কোনও হটকারী পদক্ষেপ নয়। দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত চুক্তি। আর সেই নিয়ম মোতাবেক রোনাল্ডোর জার্সির ক্ষেত্রেও তা গ্রহণ করা হয়েছে। সমর্থকদের আবেগকে মান্যতা দিলেও ক্লাবের অবস্থান সম্পষ্ট-নিয়ম মানতেই হবে! ফলে এখনই তিন মিডফিল্ডারের নাম লেখা জার্সি স্টোর থেকে পাওয়া যাবে না। তবে খোলা বাজারে বা বিবিধ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে (যদি লাইসেন্সিংয়ের ছাড়পত্র থাকে) এত কড়াকড়ি, বিধিনিষেধ নেই। ফলে অনুবাগীরা চাইলে সেখান থেকে অনায়াসে সিআরসেভেনের আইকনিক জার্সি কিনতেই পারেন!

সিরিজ বাঁচাতে ওভালে নয়! চ্যালেঞ্জ ভারতের, টেস্টে অভিব্যেক অর্শদীপের!

লন্ডন, ৩০ জুলাইঃ লন্ডনের ওভাল। ভারতীয় দলের কাছে এ যেন এক যুদ্ধের ময়দান। ৩১ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের পঞ্চম তথা নির্ধারনী ম্যাচ। সিরিজে বর্তমানে ইংল্যান্ড ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। চতুর্থ টেস্টের ড্র-র পর ভারতের সামনে এখন একমাত্র লক্ষ্য, এই টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফেরানো। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে সম্ভবত সেই ভারতের সেরা পেসার জসপ্রীত বুমাৱাহ তার বদলে সম্ভাব্য অভিষেক হতে পারে আশদীপ সিংয়ের। সিরিজ জয়ের স্বপ্নে বুমাৱাহ না থাকা নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। প্রথম থেকে ওয়াকলেড ম্যানুজমেন্টের পরিকল্পনা ছিল দলের। সিরিজ শুরুর আগেই স্থির হয়েছিল, পাঁচটির মধ্যে সর্বাধিক তিনটি টেস্ট খেলবেন বুমাৱাহ। হেভিবলি, লর্ডস ও ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলেও, এজবাস্টনে বিশ্রামে ছিলেন। ওভালেও সেই বিশ্রাম অব্যাহত থাকছে বলে জানা গিয়েছে। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম জানিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি কেরিয়ার রক্ষা করতেই এই সিদ্ধান্ত। পিঠের পুরনো চোট আবার মাথাচাড়া দিতে পারে, এমন শঙ্কা থেকেই এই ব্যবস্থা। চতুর্থ টেস্টে



বুমাৱাহ পারফরম্যান্সেও ক্লান্তির ছাপ ছিল সম্পষ্ট। ৩৬ ওভার বল করে মাত্র ২ উইকেট। এক ইনিংসে দেন ১০০ রান, যা তাঁর টেস্ট কেরিয়ারে প্রথম। এই পরিস্থিতিতে সামনে আসছেন আকাশ দীপ। দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের ‘এ’ দলে নজর

কাড়ছেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত কর্মে থাকা এই ডানহাতি পেসার পিঠের হালকা চোটের কারণে চতুর্থ টেস্টে খেলতে পারেননি। তবে ওভালের অনুশীলনে তাঁকে দেখা গিয়েছে সম্পূর্ণ হুন্দে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনিই হতে পারেন বুমাৱাহর পরিবর্ত। এছাড়াও ফ্লোয়েডে রয়েছে আরেক তরুণ, আশদীপ সিং। বাহ্যিক এই পেসার একসময় ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য বোলার হয়ে উঠেছিলেন। তবে টেস্টে এখনও অভিষেক হয়নি তাঁর। চতুর্থ টেস্টের আগে হাতের চোট পেয়ে বাদ পড়েন স্কোয়াড থেকে। তবে সুস্থ হয়ে তিনি অনুশীলনে ফিরেছেন এবং সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ওভাল টেস্ট ভারতের কাছে শুধুমাত্র ম্যাচ নয়, বরং আত্মবিশ্বাস ফেরানোর মঞ্চ। বিদেশের মাটিতে, ইংল্যান্ডের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সিরিজ হার এড়াতে হলে এই ম্যাচ জিততেই হবে। শুভমন গিল, রাহুল এবং যশদীপ ব্যাটে যতটা দায়িত্ব নেন, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে পেসারদের ভূমিকাও। মহম্মদ সিরাজ ও জাদেজার পাশাপাশি বিনিমি নতুন মুখ হিসেবে আসবেন, তিনিই হতে পারেন ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।

বড় চমক লাল-হলুদের, এলেন মরোক্কোর জাতীয় দলের তারকা হামিদ আহাদাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ শনিবার দিনই ডার্বি জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। তাই সমর্থকেরা রয়েছে বেশ ফুরফুরে মেজাজে। এর মধ্যেই এল খুশির খবর। এবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চড়াতে এলেন মরক্কোর জাতীয় দলের তারকা। ইমামি ইস্ট বেঙ্গল এফসি ২০২৫-২৬ মরসুমের জন্য মরক্কোর জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড হামিদ আহাদাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করতে চলেছে। পাশাপাশি ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, আরও এক বছর মেয়াদ বাড়ানোর বিকল্প রয়েছে। আহাদাদ ১৭ নম্বর জার্সি পুরবেন। মরক্কোর এই ফুটবলার ইতিমধ্যে অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছেন কলকাতায় পা রেখে। রেড অ্যান্ড গোল্ড ব্রিগেডে আহাদাদকে স্বাগত জানিয়েছেন ইস্ট বেঙ্গল এফসির ফুটবল প্রধান মির হুসেইন সিদ্দিকি। তিনি বলেন, “ইমামি ইস্ট বেঙ্গল এফসি পরিবারে হামিদকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত। তাঁর অভিজ্ঞতা, বহুমুখী প্রতিভা এবং সর্বোচ্চ স্তরে প্রমাণিত ট্যাক বেরকট আমাদের আক্রমণাত্মক দক্ষতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে। আমরা বিশ্বাস করি, আসন্ন মরশুমে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে হামিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।” আহাদাদের বহুমুখী দক্ষতা রয়েছে। সেন্টার-ফরোয়ার্ড বা উইঙ্গার হিসাবে তিনি খেলতে সক্ষম। শীর্ষ স্তরের আফ্রিকান লিগে নিজেকে তিনি



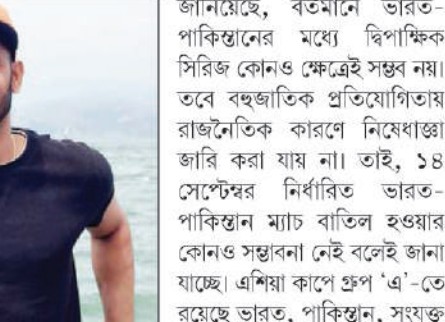
অ্যাসিস্ট করেছেন। মোট ১৬২টি বোতেরা প্রো ইনউই ম্যাচে ৬০ বছর বয়সি এই খেলোয়াড় ৪৫ গোল এবং ১৪ অ্যাসিস্ট করেছেন। পাশাপাশি তিনি খেলেছেন শিশুর জামালেক এসসি-র হয়ে। তিনি মিশরীয় প্রিমিয়ার লিগ (২০২০-২১), সৌদি-মিশরীয় সুপার কাপ (২০১৮) এবং সিএফ কনফেডারেশন কাপ (২০১৮-১৯) জিতেছেন। আহাদাদ ২০১৯-২০ সালে বাজা

কাসাব্লাঙ্কার হয়ে বোতেরা প্রো ইনউই জিতেছেন। মরোক্কোর এই ফুবারার অতীতে বোতেরা প্রো ইনউই ক্লাব এফইউএস রাবাত এবং ওয়াইলাদ এসির হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আহাদাদকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বলতে গিয়ে, ইমামি ইস্ট বেঙ্গল এফসির প্রধান কোচ অস্কার ব্রজে বলেন, “হামিদ মূলত একজন সেন্টার-ফরোয়ার্ড যে খাম উইংয়ে খেলার পাশাপাশি একজন আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডারও। একজন ধারাবাহিক গোল স্কোরার। তার দক্ষতা এবং বিভিন্ন শীর্ষ স্তরের মরক্কো এবং মিশরীয় ক্লাবের হয়ে খেলার বিশাল অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সত্যিই দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হতে পারে।” ইমামি ইস্ট বেঙ্গল এফসির সঙ্গে যাত্রা শুরু করতে পেরে রোমাঞ্চিত আহাদাদ বলেন, “আমি এই ক্লাব সম্পর্কে দারুন কিছু শুনেছি। শতাব্দীর ঐতিহ্য সম্পন্ন একটি ক্লাবে যোগদান করা একটি সম্মানের বিষয়। আমি অতীতে জামালেক এসসি-র হয়ে খেলেছি, তাই আইকনিক ডার্বি সঙ্গে জড়িত চাপ সম্পর্কে আমি ভালভাবেই অবগত। এখন আমি কলকাতা ডার্বি উত্তেজনা করার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না। এই ডার্বি এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ডার্বি। আমি এই ক্লাব এবং এর আবেগপ্রবণ ভক্তদের জন্য আমার সেরাটা দিতে চাই এবং যতটা সম্ভব ট্রফি জিততে চাই।”

এশিয়া কাপ ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে, ভারত-পাক ম্যাচ বাতিলের দাবি প্রাক্তন নাইট তারকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ এশিয়া কাপে ফের মুমোমুখি হতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তান। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ থেকে শুরু হতে চলা এই বহুল প্রতীক্ষিত টুর্নামেন্টে ১৪ সেপ্টেম্বর হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে মুমোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দী দেশ। তবে এই ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বিতর্কের ঝড়। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি ম্যাচ বাতিলের দাবি জানিয়ে সম্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও ফ্রেন্ডেই সম্ভব নয়। না। পাহেলগাঁওয়ে ঘটে যাওয়া জঙ্গিনার প্রসঙ্গ তুলে তিওয়ারি বলেন, “আমি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ঘোর বিরোধী। সাধারণ মানুষের উপর এই আক্রমণ আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। এই ঘটনার পর কীভাবে আমরা ক্রিকেট ম্যাচের কথা ভাবতে পারি?” ভারতের সামরিক বাহিনী ‘অপারেশন সিঁদুর’ চালিয়ে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং দেশজুড়ে উত্তেজনা এখনও চরমে। এই প্রেক্ষিতেই মনোজ তিওয়ারি প্রস্তু তুলেছেন, “যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং জানাচ্ছেন, অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি, তখন কিভাবে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

খেলব?” তার মতে, যতদিন না ভারত-পাকিস্তান মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়, ততদিন এই দুই দেশের মধ্যে কোনও রকম ক্রীড়া সম্পর্কও থাকা উচিত নয়। ভারত-পাক ম্যাচ প্রসঙ্গে মনোজ মনোজ তিওয়ারির মন্তব্য ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেউ কেউ তার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন।



আরব আমিরশাহী এবং ওমান। ভারতের অভিযান শুরু হবে ১০ সেপ্টেম্বর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে ভারত। এরপর সুপার ফোর এবং ২৮ সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

চোটের কারণে ছটিকে গেলেন স্টোকস

লন্ডন, ৩০ জুলাইঃ ভারতীয় শিবিরে ঋষভ পঙ্খ আগেই ছটিকে গিয়েছেন। ওয়াকলেড ম্যানুজমেন্টের কারণে জসপ্রীত বুমাৱাহকেও ময়দানে দেখা যাবে না। ওভাল টেস্ট শুরুর আগেই যখন বেকায়দায় ভারতীয় শিবির, তখন একইভাবে বড় ধাক্কা খেল ইংরেজরা। কাঁধের চোট সিরিজ নির্ধারক এই ম্যাচ থেকে ছটিকে গেলেন অধিনায়ক বেন স্টোকস। তাঁর জায়গায় দলকে নেতৃত্ব দিবেন অলি পোপ। ব্যাটিং লাইন আপে ছয় নম্বরে নামতে দেখা যাবে জ্যাকব বেলেলেকে। বদল এসেছে বেলিং বিডাগেও। চারটি টেস্টে খেলা ব্রাইডন কার্প ও চোট-আঘাতের ধাক্কা সামলে বৃহ বছর বাদে প্রত্যাবর্তন করা জোহা আর্চারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। বাদ পড়ছেন স্পিনার লিয়াম ডসনও। তাঁদের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন গ্যাস অ্যাটকিনসন, জশ ট্যাং এবং জেমি ওভারটন। অনাদিকে টানা পাঁচটি টেস্ট খেলতে চলেছেন ক্রিস ওকস।

‘সুযোগ আসবে, তৈরি থেকো!’

গম্ভীরের নিশান বেয়ে ওভালে নামতে প্রস্তুত ফ্রব জুরেল

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

‘সুযোগ আসবে, তৈরি থেকো!’ সিরিজের মাঝপথেই ফ্রব জুরেলকে আশার আলো দেখিয়েছিলেন কোচ সৌমেন গম্ভীর। সেই নিশান ধরেই নিজেকে প্রস্তুত করেছেন তিনি। ধাপে ধাপে প্রস্তুতি নিয়েছেন। অবশেষে কোচের কথা মিলেছে। চোটের জন্য ছটিকে গিয়েছেন ঋষভ পঙ্খ আর তাঁর জায়গায় সিরিজের চূড়ান্ত টেস্টে দলে জায়গা পেতে চলেছেন ফ্রব।

আত্মবিশ্বাস হলকে ওঠে। কিন্তু কাইনাল টেস্ট, সিরিজে সমতা ফিরিয়ে দেশে ফিরতে হলে টিম ইন্ডিয়াকে যে ম্যাচ জিততেই হবে, সেখানে নিজের স্নায়ুকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ফ্রব জুরেল? আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে তেমন অভিজ্ঞতা না থাকা কিপার কি নিজেকে মেলে ধরবেন? প্রশ্ন উঠছে। যার জবাব মিলবে আগামিকাল, ওভালের ময়দানে! যদিও তাঁর ছাত্রের দক্ষতা নিয়ে জুরেলের ছেলেবেলার কোচ

দলের সমস্ত সদস্য পাশে দাঁড়াচ্ছে। ‘সুযোগ আসবে, প্রতীক্ষা করো, পরিশ্রম চালিয়ে যাও!’ কোচ বারবার এই কথাই বলে গিয়েছে।’ শুধু মুখের কথাই প্রাণিত করা নয়, ব্যাটিং টেকনিক নিয়ে পরামর্শ দিয়েও ফ্রবকে সাহায্য করেছেন গম্ভীর। কোচের চোখে, পাঁচ থেকে আট-যে কোনও পজিশনে খেলতে পারেন তরুণ কিপার। দল যখন সমস্যায়, রান প্রয়োজন, তখন ফ্রবের ব্যাটিং বিশেষ কার্যকরী। বিভিন্ন পজিশনে খেলার ধরন কী



যদিও ইংল্যান্ডের ময়দান যে একেবারে আনকোরা নতুন, তা নয়। এর আগে সাফল্যে দু’বার ময়দানে নেমেছেন। কিন্তু পরিবর্ত হিসেবে। প্রথম একাদশে জায়গা করে নিতে পারেননি। কিন্তু সব ঠিক থাকলে ওভালের বড় মঞ্চেই শিকে ছিড়তে চলেছে। ফার্স্ট ইলেভেনে পঙ্খের জায়গায় দেখা যাবে ফ্রবকে। শুধু ব্যাট হাতে নয়, উইকেটের পেছনেও দাঁড়াবেন তরুণ কিপার। ‘সাবস্টিটিউট’ তকমা ছেড়ে ‘ফার্স্ট টিম প্লেয়ার’র ভূমিকায় ময়দানে নামা মানেই কড়া চ্যালেঞ্জ, বড় প্রত্যাশা। প্রস্তুতি ম্যাচে ‘এ টিম’র হয়ে রান পান। তিন ইনিংসে পরপর হাফ সেঞ্চুরি হাঁকান। উইকেটরক্ষক হিসেবেও

পরবেঙ্গ যাদবের মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। আর এর জন্য গম্ভীরকে কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, “এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক যে, পঙ্খ খেলবে না। ফ্রব চলতি সিরিজে দৃষ্টান্ত হাতে পরীক্ষা দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রানও করেছে। তাই এবার ওর সামনে সুবর্ণ সুযোগ। গম্ভীর ফ্রবর সঙ্গে কথা বলেছে। ওর কিপিং দেখে খুশি। বলেছে, ‘সুযোগ আসবে, তৈরি থেকো!’ কোচ অল্প সময়েই অনুপ্রাণিত করেছে। জানিয়েছে, আগামী দিনে ফ্রবই হয়ে উঠতে পারে দলের মিডল অর্ডারের মেরুদণ্ড! কিংবা ‘সুযোগ এলে আরও ভাল খেলো!’ বলে কিপিংয়ের প্রশংসা করেছে।

করে পালটে ফেলতে হয়, গম্ভীর তা হাতে ধরে শিখিয়েছেন বলে জানানেন পরবেঙ্গ। যদিও শুধু গম্ভীরের কথা নয়, অধিনায়ক শুভমনের ছত্রচ্ছায়াতেও নিজেকে তৈরি করেছেন জুরেল। পরবেঙ্গের কথায়, “ওরা দুজনেই নিজদের ভাল করে চেনে। তরুণ অধিনায়ক শুভমন তার সতীর্থদের ক্ষমতা নিয়েও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল!” রোহিত শর্মা অধিনায়ককে টেস্ট অভিব্যেক হয় ফ্রব জুরেলের। এখনও পর্যন্ত মোট চারটি ম্যাচ খেলেছেন। করেছেন ২০২ রান। গড় চল্লিশের উপর। বছর চব্বিশের কিপার গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মারকাটারি ৯০ রানের সুবাদে সবার নজরে আসেন।

উরুগুয়েকে উড়িয়ে কোপা আমেরিকার ফাইনালে ব্রাজিল, টানা পঞ্চম শিরোপা জয়ের অপেক্ষা

শক্তি-সামর্থ্য-সম্ভাবনায় ব্রাজিল এগিয়ে ছিল অনেকটাই। তবু সেমি-ফাইনাল ম্যাচে কিছুটা লড়াইয়ের প্রত্যাশা তো ছিলই। কিন্তু কীসের কী। ব্রাজিলিয়ান দাপটে শ্রেফ উড়ে গেল উরুগুয়ে। একতরফা সেমি-ফাইনালে বিশাল জয়ে ব্রাজিল পৌঁছে গেল আরও একটি শিরোপার দুর্যারে।

কুইটো, ৩০ জুলাইঃ ছেলেদের ফুটবলে সময়টা ভালো না গেলেও মেয়েদের ফুটবলে দাপট ধরে বেখেছে ব্রাজিল। কুইটোয় ভারতীয় সময় আজ সকালে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উরুগুয়েকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে এই প্রতিযোগিতায় টানা পঞ্চম ফাইনালের দেখা পেয়েছে ব্রাজিল। এর আগে টানা চারবার ফাইনাল উঠে প্রতিবাহী শিরোপা জিতেছে ব্রাজিলের মেয়েরা। এখন পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতার ৯টি আসর মাঠে গড়িয়েছে, যার মধ্যে আটবারই শিরোপা জিতেছে ব্রাজিলের মেয়েরা। মাঝে একবার আর্জেন্টিনা শিরোপা জেতায় একটি হৃদপতন হয়েছিল ব্রাজিলের। এখন দলটির অপেক্ষা নবম শিরোপা ঘরে তোলার। ফাইনালে আগামী শনিবার ভারতীয় সময় দিবাগত রাত তিনটায় কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এবারের ফাইনাল অবশ্য আগের আসরের ফাইনালকেই যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে। ২০২২ কোপা



আমেরিকার ফাইনালেও মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল-কলম্বিয়া। ফাইনালে আয়োজক কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ব্রাজিল। ইকুয়েডরের রাজধানী

কুইটোতে উরুগুয়েকে পান্ডাই দেয়নি ব্রাজিল। আক্রমণ ও বল দখলে এগিয়ে থাকা ব্রাজিল প্রথমার্ধের ২৭ মিনিটের মধ্যেই আদায় করে নেয় ৬ গোল। আধা ঘণ্টা পেরোনোর আগে ৬

গোল এগিয়ে গিয়ে ম্যাচ একরকম শেষও করে দেয় প্রতিযোগিতার সফলতম দলটি। বিরতির পর শুরুতে আত্মঘাতী গোলে উরুগুয়ে ব্যবধান কমালেও শেষ রক্ষা হয়নি। এরপর ব্রাজিল আদায় করে নেয় আরও দুই গোল। ব্রাজিলের হয়ে জোড়া গোল করেছেন আমাদো গুতিয়েরেস। একটি করে গোল করেছেন গিও গারবেলিনি, মার্তা ও দুদিনিয়া। এই জয়ে কোপার ফাইনাল নিশিভের পাশাপাশি ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে অংশ নিতে যাওয়া ১৬ ফুটবল দলের মধ্যেও জায়গা করে নিল ব্রাজিল। শনিবারের ফাইনালে পরিস্কার ফেভারিট ব্রাজিল। তবে কলম্বিয়াকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না সেমিতে দুই গোল করা গুতিয়েরেস। “আমরা খুবই খুশি। আমার প্রথম ফাইনাল এটো। কোরেস সঙ্গে আমরা যে কতটা পরিশ্রম করছি, সেটিরই প্রতিফলন আমাদের এই ফল। কলম্বিয়া খুবই কঠিন প্রতিপক্ষ। তবে ট্রফি জিততে আমরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করছি।”

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি ফরেষ্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নম্বর কর্তৃক সত্যজয় এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সর্বকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইইতে মুদ্রিত ও ১৪ কিল্যাস লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নম্বর

Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajog Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com